বাংলাদেশের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ইশতেহার

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান একটি অঙ্গ নির্বাচন। সংসদীয় ব্যবস্থায় জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নাগরিকরা আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন একটি দেশের শাসনব্যবস্থায় নাগরিকের অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার পাশাপাশি প্রায় প্রত্যেকটি দল 'নির্বাচনী ইশতেহার' প্রকাশ করে যাতে দলের আদর্শিক অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশিত হয়। এটি নাগরিকদের কাছে রাজনৈতিক দলের প্রতিশ্রুতি। সে বিবেচনায় ইশতেহার হলো, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিজয়ী হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত দলের পরবর্তী কার্যক্রম বিচারের মাপকাঠি।

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ যাবত বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের বারোটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯১ সালের আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোকে অবাধ এবং সুষ্ঠু বলে বিবেচনা করা হয় না। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পাঁচটি নির্বাচনের মধ্যে ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন ছিলো একদলীয় এবং তা সুষ্ঠু বলে বিবেচনার অবকাশ নেই। এর বাইরে ১৯৯১, ১৯৯৬ সালের জুন, ২০০১ এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক এবং তুলনামূলকভাবে গ্রহণযোগ্য বলেই বিশ্লেষকরা মনে করেন। ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচন সকল বিরোধীদল বর্জন করার ফলে ক্ষমতাসীনদের সাজানো নাটকে পরিণত হয়। ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করে এবং প্রশাসনের সহায়তায় আগের রাতেই ব্যালট বাক্স পূর্ণ করে ফেলে।

এই পটভূমিকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং কী কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিল- গবেষক, সাংবাদিক ও নাগরিকদের তা বিবেচনা করতে সহযোগিতার লক্ষ্যে এই ডেটাবেইজে ১৯৯১ সালের পরের নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রকাশিত ইশতেহার একত্রিত করা হয়েছে। একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় এই ইশতেহারগুলো সংগ্রহ এবং সন্নিবেশিত হয়েছে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংবাদপত্র এবং ব্যক্তিগত সূত্র থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত আছে বিধায় এই ওয়েবসাইট প্রাপ্যতা ও যাচাই-বাছাইয়ের ভিত্তিতে নিয়মিত আপডেট করা হবে। এই কাজে আল আমিন হাওলাদার, মোঃ সালেহ আকরামসহ যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আলী রীয়াজ ও এম এম মুসা

ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গবেষক পরিচিতি

আলী রীয়াজ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর এবং আমেরিকান ইন্সিটিটিউট অব বাংলাদেশ (এআইবিএস)-এর প্রেসিডেন্ট। তিনি ২০২৪ সালে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং ২০২৫ সালে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ড. আলী রীয়াজ বর্তমানে উপদেষ্টা পদ-মর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে কর্মরত। তিনি ২০২০ থেকে ২০২৪ সালে আটলান্টিক কাউন্সিলের অনাবাসিক সিনিয়র ফেলো, ২০২৩ সালে তিনি সুইডেনের ভ্যারাইটিজ অব ডেমোক্রেসি (ভি-ডেম) ইন্সটিটিউটের ভিজিটিং রিসার্চার এবং ২০১৩ সালে ওয়াশিংটনের উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারস-এর পাবলিক পলিসি স্কলার ছিলেন। গণতন্ত্রায়ন, সহিংস উগ্রবাদ, রাজনৈতিক ইসলাম, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি এবং বাংলাদেশের রাজনীতি তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র।

এম এম মুসা

সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক। পেশাগত জীবনে তিনি প্রতিবেদক ও সহ-সম্পাদক—উভয় দায়িত্বেই কাজ করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে তিনি নিয়মিত লেখেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা, মানবাধিকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, উন্নয়ন বৈষম্য ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন—তার লেখার বিষয়। মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধান, তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষিতনির্ভর উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি জটিল বিষয়কে সহজে উপস্থাপন করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণেও তিনি দক্ষ; দেশি-বিদেশি নীতিনির্ধারক, গবেষক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ী ও সমাজচিন্তকদের নেওয়া তার সাক্ষাৎকারগুলো তথ্যসমৃদ্ধ।